জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি ইঞ্চি ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১লা আষাঢ় বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 15th June. 1960 | ৫ম সংখ্যা

মনোমত
সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা আষাঢ় বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

উল্‌টা বুঝলি রাম!

—০—

এই হিন্দুস্থানী বাক্যটি কেবল হিন্দী ভাষাভাষী নয় বাঙ্গালীদের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রবাদটির মূলে একটি করুণ গল্প আছে—শুনুন—চৈত্র মাসের দুপুর বেলায় এক পশ্চিম দেশীয় সাধু গঙ্গার চড়ার উপর দিয়ে চলেছেন। সাধুর মাথায় ছাতা নাই, পাদুকাহীন চরণ দুখানি। মাথায় সূর্য্যদেবের উত্তাপ কোন প্রকারে সইছেন কিন্তু সূর্য্য উত্তাপে উত্তপ্ত বালুকার উত্তাপ আর সইতে পারছেন না তখন কাতরকণ্ঠে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট যাচ্ঞা করছেন "একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম! একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম!"

হঠাৎ দেখিতে পাইলেন দুইজন পল্টনের সৈনিক তাঁহার নিকট আসিতেছে। সৈনিকরা এই সাধুকে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে আদেশ করিল। সাধু কোন আপত্তি না করিয়া চলিলেন। কিছু দূর গিয়া দেখিলেন। পল্টন সেদিন তাদের তাঁবু অন্যত্র লইয়া যাইতেছে। পল্টনের একটি ঘোটকী একটি শাবক প্রসব করিয়াছে। শাবকটী মায়ের সঙ্গে চলিয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া তাহারা শাবকটির বাহকরূপে এই নগ্ন মস্তক নগ্ন পদ সাধুকে ধরিয়া আনিয়াছে। সাধুকে ঘোড়ার বাচ্চা দেখাইয়া বলিল—বাচ্চাঠো কান্ধাপর লে লেকে মেঁই লোগন কা সাথ সাথ চলো। দোঠো রূপেয়া মিলে গা। সাধু কোন ওজর আপত্তি না করিয়া অশ্বশাবকটীকে ঘাড়ে লইয়া চলিলেন আর মনে মনে রামজীকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ঘোড়া দিয়া রাম! বাকি উল্‌টা বুঝলি রাম! ঘোড়াপর মেঁই সওয়ার হোয়েঙ্গে কি ঘোড়া মেরা-পর সওয়ার হো গিয়া।" সম্প্রতি বাঙ্গালীর কর্ম্মসংস্থান সপ্তাহ পালন করার পর বহু ভাগ্যহীন বাঙ্গালীর ভাগ্যে উল্‌টা বুঝ্‌লি রাম হইয়াছে।

যাঁহারা কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে কতক বেকার হওয়ার আশঙ্কার সম্মুখীন হইয়াছিল। পূর্ব্বাঞ্চলীয় 'পুনর্ব্বাসন অর্থ সংস্থা'র ১১৮ জন কর্ম্মচারীর কথাই আমরা বলিতেছি। এই সংস্থার শতকরা ৯৯ জন কর্ম্মচারীই বাঙ্গালী। সংবাদে প্রকাশ, এই সংস্থার কর্ম্মচারীদের বিকল্প চাকুরীর ব্যবস্থা না করিয়াই কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তর আগামী ৩০শে জুন হইতে এই সংস্থাটি তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের নিকট এক পত্রে লোকসভার এষ্টিমেট কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্ব্বাসন অর্থ সংস্থাটি তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়াছেন। এই সংস্থা কর্ত্তৃক উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীদিগকে যে ঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা আদায়ের ভার পশ্চিম বঙ্গ সরকার গ্রহণ করিতে রাজী আছেন কি না, এই পত্রে তাহাও জানিতে চাওয়া হইয়াছে। এই সংস্থার কর্ম্মচারীদের ভবিষ্যৎ কি, সে সম্বন্ধে কোন আভাষই নাকি এই পত্রে নাই। কেন্দ্রীয় রেভিনিউ বোর্ড কাষ্টম্‌স হাউস ক্লিয়ারিং এজেন্টদের লাইসেন্স সংক্রান্ত যে নূতন নিয়মকানুন করা হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতায় নিযুক্ত দশ হাজার লোক কর্ম্মহীন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে। লাইসেন্স ফী বর্দ্ধিত করিয়া ৫ হাজার টাকা করা হইয়াছে। কলিকাতায় ১৩৫টি ক্লিয়ারিং এজেন্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেকের পক্ষেই ১৩ই জুনের মধ্যে আবেদন-পত্র পেশ করার কাজ সম্ভব হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে।

পশ্চিমাঞ্চলীয় পুনর্ব্বাসন অর্থ সংস্থাও তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই সংস্থার সমস্ত কর্ম্মচারীকেই কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের অধীনে বিকল্প কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলীয় পুনর্ব্বাসন অর্থ সংস্থার কর্ম্মীদিগকে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের অধীনেই হউক আর সরকারী অন্য যে কোন দপ্তরেই হউক, বিকল্প কাজ দিবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন? এক রাজ্যের পৃথক ফল হওয়ার কারণ কি? পূর্ব্বাঞ্চলীয় পুনর্ব্বাসন অর্থ সংস্থার শতকরা ৯৯ জন কর্ম্মচারীই বাঙ্গালী। ইহাই কি কারণ, লোকের মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হইলে দোষ দেওয়া যায় না। বাঙ্গালীর পক্ষে পশ্চিম বঙ্গে চাকুরী পাওয়া কঠিন। ইহার উপর যাহাদের চাকুরী আছে তাহারাও যদি বেকার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর অবস্থা কি দাঁড়াইবে, অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গের শাসকবর্গের এ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। এই সকল কর্ম্মীকে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষে কর্ম্মসংস্থান করিয়া দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে, ইহা অনুমান করা কঠিন নয়। এই ব্যাপারে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, এই সংস্থাটি বিলোপের সিদ্ধান্ত নাকি কর্ম্মচারীদের নিকট বিশেষ সতর্কতার সহিত গোপন রাখা হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও নাকি এই বিষয়টি পূর্ব্বে জানিতেন না। এই সকল কর্ম্মচারীর প্রায় সকলেই ১০।১২ বৎসর যাবৎ এই চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন। এই চাকুরীই তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ভরণপোষণ করিবার একমাত্র সম্বল। তাঁহারা যদি আজ কর্ম্মহীন হন, তাঁহাদের পরিবারবর্গ অনাহারের সম্মুখীন হইবেন। যাঁহারা এই সংস্থাটি তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিলেন, সংস্থা কর্ম্মচারীদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিলেন না, এই কথাটি বুঝিবার ক্ষমতাও কি তাঁহাদের নাই? অথবা বুঝিয়াও তাঁহারা পরম ঔদাসীন্যে আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছেন?

আমাদের শাসকবর্গ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বড় বড় পরিকল্পনা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে করভারে এবং বৈদেশিক ঋণের ভারে নিষ্পেষিত করা হইতেছে। দেশবাসীর অনাহার—অর্দ্ধাহারের উপর তাঁহারা গড়িয়া তুলিতেছেন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থার ইমারত। বোধ হয় এই জন্যই তাঁহাদের কার্য্যের ফলে যাঁহারা জীবিকাহীন হইলেন, তাঁহাদের বিকল্প জীবিকা সংস্থানের কথা তাঁহারা ভাবিবার সময়টুকু পর্য্যন্ত পান না। পূর্ব্বাঞ্চলীয় পুনর্ব্বাসন অর্থ সংস্থা তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্তের ফলে যাঁহাদের চাকুরী যাইবে, তাঁহাদের

অন্ন সংস্থানের কি ব্যবস্থা হইবে, একথা কি একবারও তাঁহাদের মনে জাগে নাই? মাসান্তে বেতনের টাকা কয়টি না পাইলে যাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অনাহারের সম্মুখীন হইতে হয়, উনানে হাঁড়ি চড়ে না, তাঁহাদের কথা কি জনকল্যাণ রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ভাবিবারও সময় পান না? ইহা কি বাঙ্গালীর ভাগ্য বিড়ম্বনা? একেই বলে—

সুখ নাইরে
দুখের কপালে!

চিনি ও 'ক' শ্রেণী

বর্ত্তমান রেশন ব্যবস্থায় জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অধিবাসিগণের মধ্যে 'ক' শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ সপ্তাহে মাথা পিছু আধ পোয়া হিসাবে চিনি পাইয়া থাকেন। অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্র-পরিবার এই পর্য্যায়ে আছেন। তাঁহাদের সপ্তাহে আধ পোয়া চিনিতে দৈনন্দিন আবশ্যক পূরণ হয় না। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের ষ্টকে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকা সত্বেও 'ক' শ্রেণীর ভাগ্যে চিনির পরিমাণ এত কম হইবার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাতে 'ক' শ্রেণী সপ্তাহে মাথা পিছু এক পোয়া হিসাবে চিনি পান তজ্জন্য আমরা জঙ্গিপুরের সুযোগ্য মহকুমা শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চিনির পারমিটে তারতম্য

আমরা জানিতে পারিয়াছি পূজা, বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উৎসবে চিনির পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। রোগীর পথ্যাদিতে চিনির আবশ্যক হইলে উহার পারমিট দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নাই। রোগীর পথ্যে চিনির ব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বরযাত্রী দলের লাঞ্ছনা

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার রাত্রিতে সমসেরগঞ্জ থানার মালঞ্চা গ্রামের জনৈক হিন্দু গৃহস্থ তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রীদল ও বাদ্যভাণ্ডসহ হাজারপুর গ্রাম অভিমুখে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একদল গুণ্ডা শ্রেণীর মুসলমান লাঠি লইয়া তাঁহাদের গতি রোধ করিয়া মারপিট করে এবং অলঙ্কার, কাপড় ও নগদ টাকাকড়ি ছিনাইয়া লয়। ঠিক ঐ সময়ে সমসেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা বাবু ও দুইজন কনষ্টেবল ঐ রাস্তা দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা গোলমাল শুনিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া একজন নেতা ও আর চারি জনকে গ্রেপ্তার করেন এবং জঙ্গিপুরে চালান দেন।

অষ্টপ্রহর শ্রীশ্রীহরিনাম যজ্ঞ

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার হইতে রঘুনাথগঞ্জ শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের নাটমন্দিরে অষ্টপ্রহর শ্রীশ্রীহরিনাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীঅরুণকুমার আচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। কীর্ত্তনাঙ্গ পরিচালনা করেন ক্ষেতুর পাটের ভূতপূর্ব্ব মহান্ত শ্রীল ভোলানাথ দাস বাবাজী এবং বুধুরী পাটের শ্রীপাদ বাসুদেব গোস্বামী মহোদয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেন। বৃহস্পতিবার নগর কীর্ত্তন রঘুনাথগঞ্জ সহর পরিভ্রমণ করে। উক্ত দিবস প্রায় চারি শতাধিক নরনারী তৃপ্তি সহকারে ভোজন করেন। স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে ও জনসাধারণের সহায়তায় এই উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের সেবাইত শ্রীগোবর্দ্ধনধারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জনসাধারণ ও কর্ম্মিগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইঁদুরের মড়ক

বীরভূম জেলার মুরারই থানার ভাদীশ্বর ও গোপালপুর গ্রামে প্রত্যহ ৪০০।৫০০ ইঁদুর মরিতেছে। সংবাদ পাইয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার দুইটী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল উক্ত অঞ্চলে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা কয়েকটি জীবিত ও মৃত ইঁদুর পরীক্ষার জন্য কলিকাতা পাঠান। রিপোর্টে প্রকাশ ভাদীশ্বর হইতে প্রাপ্ত মৃত ইঁদুরের দেহে প্রচুর পরিমাণে প্লেগের বীজাণু পাওয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞদল ও স্বাস্থ্যবিভাগ ব্যাপকভাবে প্লেগ-প্রতিষেধক টিকা দিতে শুরু করিয়াছেন।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে আমার মাতা আখিতুন বিবি স্বামী মৃত কোবাদ সেখ সাং বেলাইপাড়া তাঁহার মৃত পুত্রের কন্যার শ্বশুরালয় জিনদীঘি সাকিমে আজ মাসখানেক পূর্ব্বে বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ শয্যাশায়ী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। আমি গত ইং ১১।৬।৬০ তারিখে জিনদীঘি আমার মাতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়া দেখি তিনি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য অবস্থায় শয্যাশায়ী আছেন। আমার মাতার সম্পত্তি আদি আমি শুনিলাম তাঁহার নাতজামাই লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, যদি কেহ ঐ প্রকার কোন দলিলের সৃষ্টি করেন তাহা তিনি নিজ দায়িত্বে করিবেন। ইতি—

জামাত সেখ পিতা মৃত কোবাদ সেখ
সাং বেলাইপাড়া, থানা সাগরদীঘি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১১ই জুলাই ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৭২ খাং ডিঃ গৌরীশঙ্কর রায় দেং নির্ম্মলাবালা দেবী দাবি ১৬৬ টাকা ১০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ৩০ শতকের কাত ।৵৯ পাই জমার সামিল আঃ ৫০৲ আদালত মূল্য ১০০৲ খং ৭৯২

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৩৩ মনি ডিঃ উপেন্দ্রনাথ দাস দেং হাসেন আলি সেখ দাবি ৩৭ টাকা ৩৭ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে আহিরণ ৯৪ শতকের মধ্যে অর্দ্ধাংশ পূর্ব্ব দিক ৪৭ শতক হারাহারি খাজনা ১৲ আঃ ১৯৲ আদালত মূল্য ৪০৲ খং ৫৭

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৮ই জুলাই ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৭৯ খাং ডিঃ ব্রজেশচন্দ্র সিংহ দিং দেং রাখাল মণ্ডল দিং দাবি ২২ টাকা ৩৪ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে পড়াণপাড়া ৪৮ শতকের কাত ২৸৶৬ আঃ ১০০৲ খং ১৭২৯

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও বায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, ৫ে স্ট্রীট, পোঃ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুর্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৸০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, জি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিন্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।